তারিখ 23 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সমকাল

কারাবন্দি জামায়াতপন্থি ২৮ শিক্ষক বেতন উত্তোলন করছেন

■ মোতাহার হোসাইন, *কেশবপুর*

কেশবপুরে নাশকতা মামলায় কারাবন্দি হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকেও জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মী ২৮ শিক্ষক সরকারি সম্পূর্ণ বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও অধিকাংশ সদস্য আওয়ামী লীগের নেতা ও সমর্থক। সভাপতি ও প্রতিষ্ঠানপ্রধান তাদের বেতন বিলে স্বাক্ষর করে সম্পূর্ণ বেতন-ভাতা পেতে সহযোগিতা করছেন বলে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কমিটির কিছু সদস্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগও করেছেন। ত্রিমোহিনী দারুল ইসলাম ফাজিল মাদ্রাসার ইবতেদায়ি কারি জামায়াত নেতা নাজমুজ্জামান নাশকতা ও বিস্ফোরক মামলায় গত ১৭ জানুয়ারি গ্রেফতার হয়ে সাতক্ষীরা কারাগারে রয়েছেন। অথচ মাদ্রাসার গভর্নিং বডির অন্য সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে অধ্যক্ষ আবদুল গফুর ও সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল কাদের তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেননি। এমনকি তারা ওই শিক্ষকের বেতন বিলে স্বাক্ষর করে চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের সরকারি বেতন-ভাতার সম্পূর্ণ অংশ উত্তোলনে সহযোগিতা করেছেন। এ বিষয়ে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির ৩ সদস্য রোববার কেশবপুরের ইউএনওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সরকারি বিধি অনুযায়ী কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা হলে বা কোনো শিক্ষক গ্রেফতার হলে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করতে হয়। কোনো শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত হলে বা কোনো কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে তার সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতার অর্ধ অংশ প্রাপ্য হবে। অথচ নাশকতা মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকায় মাসের পর মাস প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকেও জামায়াত নেতা ত্রিমোহিনী ইউপি চেয়ারম্যান বরণডালি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী নুরুল ইসলাম, সাগরদাঁড়ি ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান ধর্মপুর আলিম মাদ্রাসার কারি শিক্ষক হাফেজ রাহাজ উদ্দিন, জামায়াত নেতা ভাণ্ডারখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মশিয়ার রহমান, কেশবপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক (ইতিপূর্বে সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থী ছিলেন) মোক্তার আলী, বুড়িহাটি মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার আবদুল খালেক ওরফে শিবির খালেক ও সহকারী মৌলভী রজব আলী, সাগরদাঁড়ি আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী আবদুল হাকিম, সারুটিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসার কারি শিক্ষক আবুল কাশেম ও সহকারী মৌলভী মনিরুজ্জামান, বারুইহাটি মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার রেজাউল ইসলাম, মৃজাপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার খলিলুর রহমান, বেতীখোলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার আবু তালেব ও সহকারী মৌলভী আবদুল হালিম, কেশবপুর মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার প্রভাষক এজাহার আলী, ত্রিমোহিনী দারুল ইসলাম ফাজিল মাদ্রাসার প্রভাষক আলফাজুর রহমান ও ইবতেদায়ি কারি নাজমুজ্জামান, পাঁজিয়া ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আবদুস সাত্তার, কেশবপুর আলিয়া মাদ্রাসার প্রভাষক তবিবুর রহমানসহ ২৮ শিক্ষকের কেউ সাময়িক বরখাস্ত হননি। প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও পরিচালনা কমিটির সভাপতিকে ম্যানেজ করে সরকারি সম্পূর্ণ বেতন-ভাতাও উত্তোলন করে চলেছেন তারা।

কেশবপুরে নাশকতা মামলা

ত্রিমোহিনী দারুল ইসলাম ফাজিল মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল কাদের জানান, ইবতেদায়ি কারি নাজমুজ্জামান চিকিৎসার জন্য ভারতে গেছেন বলে চিকিৎসা ছুটির জন্য আবেদন পাঠালে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরে জানতে পারি তিনি সাতক্ষীরা কারাগারে রয়েছেন। তার ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য ২৯ মার্চ মাদ্রাসা গভর্নিং বডির সভা ডাকা হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুল হক জানান, বৈধ ছুটি ছাড়া কোনো শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে তিনি কোনোভাবেই সরকারি সম্পূর্ণ বেতন-ভাতা পেতে পারেন না। এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউএনও শরীফ রায়হান কবির জানান, ত্রিমোহিনী মাদ্রাসার অভিযোগটি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত সব শিক্ষকের ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।